প্রবন্ধ

সংস্কার-সম্প্রসারণের আড়ালে সৌদি সরকার ধ্বংস করছে বরকতময় ইসলামি নিদর্শনসমূহ

মুহাম্মদ আবদুর রহিম

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অভিশপ্ত নজদে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর উত্থান ঘটে। ব্রিটিশ লেখক হাম্পফ্রের সহায়তায় ইবনে আবদুল ওহাব নজদে তার মতবাদ-এর স্বপক্ষে বিতর্কিত 'কিতাবুত তওহিদ'সহ প্রকাশনা-প্রচারণা শুরু করে। তার মতাদর্শের বিরুদ্ধবাদীদের দমানোর জন্য গঠন করে আরব উপজাতিদের নিয়ে জঙ্গি বাহিনী। তাদের সহায়তা করে ব্রিটিশ বাহিনী। নজদী মতবাদ প্রচারের জন্য নজদীর জামাতা ইবনে সউদ রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে আসেন। ব্রিটিশ বাহিনীর সহায়তায় ইবনে সউদ নজদের ক্ষমতা গ্রহণ করে। আরব উপজাতি, বেদুঈনদের নিয়ে গঠন করে বিশাল সেনাবাহিনী। ইবনে সউদ রাজনৈতিক নেতা, ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ধর্মীয় গুরু। শুরু হয় নজদে 'শয়তানের শিং'-এর আক্রমণ। ওহাবী, নজদী, উপজাতি বাহিনী ক্ষমতাসীন অটোমান সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ব্রিটিশের সহায়তায় ওহাবীরা আরবে একের পর এক অঞ্চল দখল করতে থাকে। ১৮০৬ সালে ওহাবী সৈন্যরা মদিনা শহর দখলে নেয়। মদিনা মুনোয়ারায় অবস্থিত জান্নাতুল বাক্বী শরীফে তারা সর্বপ্রথম আক্রমণ শুরু করে। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র রওজা শরীফসহ অসংখ্য সাহাবী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের সদস্যবৃন্দের রওজা আক্রমণ করে শহীদ করে দেয়। ১৮১১-১৮১৮ সালের যুদ্ধে তুর্কি সৈন্যরা ওহাবী সৈন্যদের প্রতিরোধ করে। ১৮৪৮-১৮৬০ সালে তুর্কিরা তাদের নিজস্ব শিল্প-শৈলীতে ওহাবী-নজদী কর্তৃক ধ্বংসকৃত নিদর্শনসমূহ পুনঃনির্মাণ করেন। ওহাবী-নজদীরা ভেতরে ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করে। বর্তমান শাসক গোষ্ঠী পূর্বসূরি আবদুল আজিজ ইবনে সউদের নেতৃত্বে ১৯২৪-১৯২৫ সালে পবিত্র মক্কা-মদিনাসহ হেজাজের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয়।

২১ এপ্রিল ১৯২৫ সালে ওহাবীরা আবার জান্নাতুল বাক্বী শরীফে হামলা করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহবা-ই কেরাম নবী পরিবারের সদস্যবৃন্দের পবিত্র মাজারসহ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের মাজারসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর হেজাজের অন্যান্য অঞ্চল দখল করার জন্য আবদুল আজিজ-এর সৈন্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে আবদুল আজিজ ইবনে সাউদ লোহিত সাগর, আরব সাগর, পারস্য সাগরের উপ-দ্বীপের বেশিরভাগ অঞ্চল দখলে নেয় এবং প্রতিষ্ঠা করে 'দি কিংডম অব সাউদি অ্যারাবিয়া।' এরপর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর সৌদি আরবের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৯৩২ সালের পূর্বে পবিত্র মক্কা-মদিনা শহর সৌদি আরব নামে পরিচিত ছিলো না। সউদ বংশের নামানুসারে 'সৌদি আরব' নামকরণ করা হয়।

অভিশপ্ত নজদকে পরিবর্তন করে রিয়াদ রাখা হয় এবং রিয়াদকেই সৌদি আরবের রাজধানী করা হয়। উপজাতির ঘরে জন্মগ্রহণকারী ইবনে সউদের বংশধরেরাই বর্তমান সৌদি রাজবংশ। এই ইবনে সউদের বংশধরদের শাসন আমলেই ইসলামের ইতিহাসের বরককতময় **নিদর্শনসমূহের ঘৃণ্যতম ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছে।**

তাদের শাসন আমল

১. বাদশা আবদুল আজিজ ইবনে সউদ (১৯৩২-১৯৫৩),
২. বাদশা সউদ বিন আবদুল আজিজ (১৯৫৩-১৯৭৫),
৩. বাদশা ফায়সাল বিন আবদুল আজিজ (১৯৬৪-১৯৭৫),
৪. বাদশা খালিদ বিন আবদুল আজিজ (১৯৭৫-১৯৮২),
৫. বাদশা ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (১৯৮২-২০০৫),
৬. বাদশা আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আজিজ (২০০৫-),
পরবর্তীতে অপেক্ষায় আছেন ক্রাউন প্রিন্স ইবনে আবদুল আজিজ (জন্ম ১৯৫৩)।

বর্তমান সৌদি সরকার, মক্কার কোরাইশ বংশ, মদিনার বিখ্যাত স্মৃতিচিহ্নগুলো এ জন্য ধ্বংস করেছে, তাদের স্মৃতি দেখলে মানুষের মনে নবী প্রেম, নবীর বংশধরদের প্রতি ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। বর্তমান সউদি বংশ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যে সমস্ত স্মৃতি চিহ্ন ধ্বংস করা হয়েছে তা বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি।

পবিত্র মক্কা নগরীতে

১. জান্নাতুল মু'আল্লাহ্

জান্নাতুল বাক্বীর পর সব চেয়ে বেশি উত্তম কবর স্থান। এখানেই শায়িত আছেন উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাসহ অসংখ্য সাহাবা-এ কেরাম, তাবে'ঈন, তব'ই তাবে'ঈন ও অসংখ্য আউলিয়া-এ কেরাম।

সৌদি সরকার সেসব বরকতমণ্ডিত মাজার শরীফের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

২. মাওলেদুন্নবী(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

আবু কুবাঈস পর্বতের পাদদেশে কশাশিয়া এলাকায় 'সূ-কুল লায়ল' নামক জায়গাতে এই পবিত্র স্থানটি অবস্থিত। এখানেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম) ৫৭০ ঈসায়ী মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এই পবিত্র ঘরেও সৌদি সরকার আঘাত করেছে। বর্তমানে এখানে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বাংলা, উর্দু, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় একটি সাইনবোর্ড রয়েছে, যেটিতে উল্লেখ আছে এই জায়গাটি মাওলুদুন্নবী কিনা সঠিক জানা নাই, এছাড়াও উক্ত সাইনবোর্ডে লেখা আছে এখানে জিয়ারত করা যাবে না। (নাঊযু বিল্লাহ্)

আফসোস, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মস্থান সম্পর্কে বর্তমান খাদেমুল হেরামাঈনদের কোন ধারণা নাই কিংবা মুসলিম জনগণকে জেনেশুনে তারা বিভ্রান্ত করছে। উভয়টিই তাদের জ্ঞানগত ও মন-মানসিকতাগত দুর্বলতাই। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আশেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সাইনবোর্ডের নির্দেশনা মানে না এবং উক্ত পবিত্র স্থানে ঠিকই জিয়ারত করা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান সৌদিয়ার ওহাবী ধর্মযাজকরা উক্ত স্থানটিকেও নিশ্চিহ্ন করার জন্য ফতোয়া দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

৩. জবলে আবু কোবাঈশ

এই পবিত্র পর্বতটি বায়তুল্লাহ্ শরীফের একেবারে সামনে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা ৩৭৫ মিটার। হাদীস শরীফে এসেছে, এটা পৃথিবীর সর্বপ্রথম পর্বত। হাজরে আসওয়াদ হেবেশত থেকে প্রথম এই পর্বতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর প্লাবনের সময় এই পর্বতেই সংরক্ষিত ছিলো। এ পর্বতে আরোহন করে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে প্রথম ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোজেজা এই পর্বতেই প্রকাশ পেয়েছিল। এই পর্বতে দোয়া কবুল হয়। বহু ইসলামি ঘটনার সাক্ষী এই পর্বত। বর্তমানে সৌদি সরকার সেটাকেও কর্তন করেছে। পবিত্র বায়তুল্লাহ্ শরীফের পাশে এই পর্বতে সৌদি বাদশা'র শাহী মহলে নির্মিত হয়েছে। ১৪০৯ হিজরি সনে হজ্জের সময় এই শাহী মহলে বোমা হামলা হয়েছিল। ঐতিহাসিক এই পর্বতে বাদশা'র শাহী মহল নির্মমাণের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

৪. হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বাড়ী

হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যতদিন মক্কা শরীফে ছিলেন ততদিন এই বাড়িতে অবস্থান করেন। জান্নাতের শাহজাদি সাইয়েদা হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সেখানে ভূমিষ্ঠ হন। হারাম শরীফ এর পর মক্কা নগরে এটি দ্বিতীয় ফজিলতপূর্ণ স্থান। হুজুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অধিক ওহি এখানেই নাজিল হয়েছিল। সৌদি সরকার বর্তমানে এই বাড়ির নাম-নিশানাও রাখেনি। বরং মানুষের চলা-ফেরার জন্য কার্পেটিং করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে বাদশা ফাহাদের শাসনামলে এই বাড়িটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়।

৫. দ্বার-ই আরকাম

সাফা পর্বতের সাথে একেবারে মিলিত স্থানে দ্বারে আরকাম। এই ঘরেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন সাইয়্যেদুনা হামযা, হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই গৃহটি ছিলো ইসলামের শিক্ষাকেন্দ্র। বর্তমানে পবিত্র এই ঘরটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে।

৬. জমজম কূপ

এ কূপের উপর নির্মিত গম্বুজ শরীফ যা মাকামে ইব্রাহীম হতে দক্ষিণ দিকে মসজিদে অবস্থিত ছিলো। প্রথমে এটা শহীদ করে ফেলা হয়। তারপর কূপটির মুখ ভূ-গর্ভে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে নারী ও পুরুষগণ তা দেখতে ও তার থেকে স্থাপিত পাইপ লাইন থেকে পানি পান করতে পারতেন। আর বর্তমানে কূপটি ওই ভূ-গর্ভস্থ অবস্থানের দিকে যাওয়ার পথটির উপর ছাদ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কূপের উপরিভাগ সম্পূর্ণটাই মাতাফের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেও কূপটি দেখার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটাও সৌদি শাসকদের হস্তক্ষেপে সম্পন্ন হয়েছে।

৭. বনি হাশেমের মহল্লা ধ্বংস করা হয়েছে।

৮.হযরত আবূ বরক সিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বাসগৃহ এটাও শহীদ করা হয়েছে। বর্তমানকার আধুনিক

হোটেলও শপিং মলের স্থানটি ছিলো পবিত্র সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বাড়ী, যেখানে উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ভূমিষ্ঠ হন। হিজরতের রাতেই এই মোবারক বাড়ী থেকে হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে সওর পর্বতের গুহার দিকে রওনা হয়েছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিক মসজিদের মর্যাদাহানি

মদিনা শরীফের নজদী ওহাবীদের হিংস্র থাবা থেকে অসংখ্য বরকতময় মসজিদও রক্ষা পায়নি। অসংখ্য গম্বুজওয়ালা মসজিদ তারা শহীদ করেছে। যেমন-১. মসজিদে সৈয়দুস্ শোহাদা হযরত হামজা ইবনে আবদুল মোতালেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাজার শরীফের পাশে, উহুদের ময়দানে এ মসজিদ ছিলো। ২. মসজিদে কোবা সংলগ্ন মসজিদে ফাতেমা জাহারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। ৩. মসজিদে মানারাতাঈন। ৪. মসজিদে সুনায়া। উহুদের ময়দানে যেখানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছিল। ৫.মসজিদে মা-ইদাহ্। যেখানে সূরা মা-ইদাহ্ নাযিল হয়েছিল। ৬. মসজিদে ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। ৭. মসজিদে আবু রশিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। (১৩ আগস্ট ২০০২ ইং এটা ধ্বংস করা হয়।)

৮. মসজিদে সালমান ফারসি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। ৯. রাজ আদ'আস শামস মসজিদ। ১০. খন্দকের যুদ্ধের স্মৃতিরূপ সাতটি মসজিদের মধ্যে সবকটি শহীদ করা হয়েছে। যেগুলো আছে সেগুলো বর্তমানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর পুলিশও ওহাবী প্রচারকদের নিয়োগ করা হয়েছে। তারা এগুলো সম্পর্কে জানেন না মর্মে মিথ্যা কথাই বলে যাচ্ছে। বর্তমানে মজিদে নববী শরীফের পাশে ইমাম বুখারী মসজিদ, মসজিদে গামামাহ্, মসজিদে আবু বকর, মসজিদে আলী, মসজিদে আবু জর গিফারী সৌদি সরকারের শহীদ করার তালিকায় আছে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের মাজারসমূহ

উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, উম্মুল মোমেনিন হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ও উম্মুল মোমেনিন হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাসহ নয়জন পবিত্র বিবিগণের মাজার শরীফ ধ্বংস করা হয়েছে। জান্নাতুল বাক্বী শরীফে শহীদকৃত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের সদস্যদের মাজার সমূহের আংশিক তালিকা:

১. হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূলিল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা), ২. হযরত জয়নব বিনতে রাসূলিল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা), ৩. হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে রাসূলিল্লাহ্ (রাদ্বিয়ালল্লাহু তা'আলা আনহা), ৪. হযরত রোক্বাইয়া বিনতে রাসূলিল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা), ৫. হযরত ইব্রাহীম ইবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ৬. হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ৭. হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), ৮. হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ৯. হযরত মুহাম্মদ বাকির (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ১০. হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত চাচা।

প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরাম, নবী পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দ, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বুজর্গানে **কেরামের পবিত্র মাজার যেগুলো ওহাবী-নজদী পন্থি সৌদি সরকার শহীদ করেছেন তার আংশিক তালিকা:**

১.আদি মাতা হাওয়া আলায়হিস্ সালাম-এর মাজার শরীফ, জেদ্দা, ১৯৭৫ সালে সিলগলা করা হয়। ২. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আম্মানজান মা-আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর মাজার শরীফ ১৯৯৮ সালে সিলগলা করে দেয়া হয়। এটা আবওয়া নামক স্থানে অবস্থিত, ৩. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আব্বাজান হযরত আবদুল্লাহ্ এর মাজার শরীফ, ৪. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দুধ মাতা হযরত হালিমা সা'দিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, ৫. আমীরুল মোমেনিন হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৬. হযরত হামযা বিন আবদুল মোতালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাজান যিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ, সমস্ত সাহাবায়ে, কেরামের মাজার সমূহ যার ভগ্নাংশ এখনো দৃষ্টি গোচর হয়, ৭. হযরত সৈয়্যদুনা ওসমান ইবনে মাযাউন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৮. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৯. হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ১০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ১১. হযরত ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ১২. হযরত ইমাম নাফি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ১৩. হযরত আক্বিল ইবনে

আবূ তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ভাই, ১৪. হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা। এভাবে আরো অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামসহ বুযর্গদের মাজার ওহাবী সৌদি সরকার শহীদ করেছে।

ঐতিহাসিক ইসলামী বরকতময় স্থান ও চিহ্নসমূহ যেগুলো ওহাবী-নজদীদের হামলায় শহীদ হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা:

১. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘর যেখানে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা জন্মগ্রহণ করেন, ২. বনু হাশিম গোত্রের মহল্লা কমপ্লেক্স, মদিনা শরীফ, ৩. ইমাম জাফর সাদিকের বাড়ি, মদিনা শরীফ, ৪. নবীজির বিবি হযরত মারিযাহ্ -এর পবিত্র ঘর, যেখানে হযরতের পুত্র ইব্রাহিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জন্মগ্রহণ করেন, ৫. খুব্বাত আলা-সানায়া, যেখানে উহুদ যুদ্ধে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দন্দান মোবারক শহীদ হয়েছিল, ৬. মদিনায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সেই ঘর মোবারক, যেখানে মক্কা থেকে হিজরত করে বসবাস করেছিলেন, ৭. ইমাম মুসা কাজিম-এর মাতার মাজার শরীফ।

ইবনে সউদের বংশধরেরা ক্ষমতায় অসীন হওয়ার পর থেকে সংস্কার ও সম্প্রসারণের নামে সুপারিকল্পিতভাবে ইসলামী নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করে যাচ্ছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দ্যা ডেইলি ইনডিপেন্ডেন্ট গত ১৫ মার্চ '১৩তে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাতে দেখা যায় পবিত্র বায়তুল্লাহ্ শরীফের পাশে শুধু ক্রেইন আর ক্রেইন। শ্রমিকেরা ড্রিল মেশিন দিয়ে কিভাবে ওসমানী ও আব্বাসীয় খেলাফত কালে নির্মিত নিদর্শনগুলো ধ্বংস করছে। আমি নিজেও গত ফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে দেখে এসেছি। কোনো অনুসন্ধানী মুসলিম ছাত্র যদি গবেষণা করতে চায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মস্থান কোথায়? সাহাবী হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়ী কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মেরাজের স্থান কোনটি? জমজম কূপটির প্রকৃত অবস্থান কোথায়? হযরত আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়ি কোনটি? ইত্যাদির সঠিক তথ্য বের করতে খুবই কষ্ট হবে। ওসমানীয় ও আব্বাসীয় খেলাফত আমলে মক্কার মসজিদুল হারামে অনেক কলামে কিছু আরবীয় ক্যালিওগ্রাফি খোদাই করা হয়েছিল। যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের নাম ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর কথা উল্লেখ রয়েছে, এর মধ্যে এমন একটি স্তম্ভ সম্প্রতি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেটা ছিল পবিত্র মিরাজের স্মৃতিচিহ্ন যেখান থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র বোরাকের মাধ্যমে জেরুজালেম হয়ে আল্লাহর পাকের সান্নিধ্যে উর্ধ্বাকাশে গমন করেছিলেন। ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা সাল্‌ফ ইনস্টিটিউট জানায় ইসলামের সূচনাকালের নিদর্শনসহ কয়েক ডজন ঐতিহাসিক স্থান এর মধ্যে হারিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে প্রত্নতাত্তিক ও পণ্ডিতদের অব্যাহত তাগাদার মধ্যেও ওই ধ্বংসযজ্ঞ বেড়ে চলেছে। তারা আশংকা প্রকাশ করেছেন, এভাবে সম্প্রসারণ কাজ অব্যাহত থাকলে বাইত আল মাউলিদ বা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মস্থানও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইসলামিক হেরিটেজ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. ইযেফান আল আলভি বলেন, মসজিদুল হারামের ওসমানী ও আব্বাসীয় স্তম্ভগুলো অপসারণের ঘটনা ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে মুসলিমি প্রজন্মের কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে। কারণ মসজিদটির নির্দিষ্ট কিছু স্তম্ভের দারুণ তাৎপর্য রয়েছে। বিশেষ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেখানে বসতেন, যেখানে নামায আদায় করতেন। অথচ এসব ঐতিহাসিক রেকর্ড মুছে ফেলা হচ্ছে। আধুনিকায়নের নামে পবিত্র মক্কা ও মদিনার হাজার বছরের ঐতিহ্য মাত্র দুই দশকেই ইবনে সউদের বংশধরদের হাতে ৯৫ শতাংশ ধ্বংস হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে সৌদি আরবে প্রাচীন ইসলামিক হেরিটেজ বলতে কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। তারা পবিত্র হেরেমদ্বয়ের পাশে পাঁচ তারকা হোটেল আর শপিং মল তৈরি করছে। তা দেখে সে প্রকৃত ইশকে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে না।

তথ্যসূত্র:

১.মাসিক তরজুমান, রজব ১৪৩৪ সংখ্যা, ২.হজ্বে বায়তুল্লাহ্ ও জিয়ারতে মদিনা মনোয়ারা, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, ৩. উইকিয়াপিডিয়া Destruction of early Islamic heritage in Saudia /Short history of Saudi Arabia.

লেখক: *প্রাবন্ধিক, এজিএম - ডায়মন্ড সিমেন্ট লিমিটেড*